Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও হাদিসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহমিদা শারমিন রুমি

রোলঃ 23090120630

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও হাদিসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহমিদা শারমিন রুমি

রোলঃ 23090120630

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআন ও হাদিসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাহমিদা শারমিন রুমি, আইডিঃ 23090120630 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ কুরআন ও হাদিসের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফাহমিদা শারমিন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

ফাহমিদা শারমিন রুমি

আইডিঃ 23090120630

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: জিহাদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি..7

১.১ ভূমিকা..7

১.২ জিহাদের শাব্দিক অর্থ...7

১.৩ জিহাদের পারিভাষিক সংজ্ঞা..7

১.৪. শরয়ী জিহাদ ও অন্যদের লড়াইয়ের মধ্যে পার্থক্য..................................8

১.৫. দ্বীন প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাই কি জিহাদ?..11

১.৬. জিহাদে আকবর কিসের নাম?...12

১.৭. জিহাদ কি ইক্বদামী (আক্রমণমূলক) না শুধুই দিফায়ী (প্রতিরোধমূলক)?............13

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ কুরআনের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব...14

২.১. জিহাদ সম্পর্কিত কুরআনের পরিভাষা ও আয়াতসমূহ.............................14

২.২. জিহাদের প্রতি কুরআনের আহ্বান..17

২.৩. আল্লাহর পথে জিহাদের প্রতিদান...18

২.৪. জিহাদ ত্যাগকারীদের প্রতি সতর্কবাণী...20

২.৫. কুরআনে জিহাদের সামাজিক ও নৈতিক তাৎপর্য...................................21

তৃতীয় অধ্যায়: হাদীস ও সুন্নাহর আলোকে জিহাদের গুরুত্ব.....................................23

৩.১. হাদীসে জিহাদের গুরুত্ব ও ফজিলত..23

৩.২. সাহাবায়ে কেরামের জিহাদে অংশগ্রহণ ও ত্যাগ....................................27

চতুর্থ অধ্যায়: ইসলামী ইতিহাসে জিহাদের বাস্তব প্রয়োগ.......................................31

৪.১. ভূমিকা...31

৪.২. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগের প্রধান প্রধান গাযওয়াত....................................31

৪.৩ খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে জিহাদের দৃষ্টান্ত...................................32

৪.৪ উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে জিহাদের বিকাশ..32

৪.৫. উপসংহার...33

পঞ্চম অধ্যায়: আধুনিক যুগে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা....................................34

৫.১. আধুনিক যুগে জিহাদের অপব্যাখ্যা....................................34

৫.২. ইসলামী চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে জিহাদ....................................35

৫.৩. সমাজ ও মানবতার কল্যানে জিহাদের ভূমিকা....................................36

৫.৪. ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জিহাদের প্রয়োজনীয়তা....................................37

৫.৫ বর্তমান প্রেক্ষাপটে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা....................................39

৫.৬ উপসংহার....................................39

প্রথম অধ্যায়: জিহাদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

১.১ ভূমিকা

ইসলামী শরীয়তের একটি মৌলিক ও বিস্তৃত দিক হচ্ছে জিহাদ। এই শব্দটি অনেক সময় একপাক্ষিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, ফলে জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও ইসলামী শিক্ষার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেকের কাছে অস্পষ্ট হয়ে থাকে। বাস্তবে, জিহাদ কেবল যুদ্ধ বা লড়াইয়ের নাম নয়; বরং এটি নৈতিক, আত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক উন্নতির একটি ব্যাপক ধারণা। এই অধ্যায়ে জিহাদ শব্দের ভাষাগত ও শরঈ অর্থ, বিভিন্ন প্রকারভেদ এবং ইসলামী শরীয়তে এর উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করা হবে।

১.২ জিহাদের শাব্দিক অর্থ

আরবি ভাষায় "جُهْد/ جَهَدَ" শব্দমূল থেকে "جهاد" উদ্ভূত। এর মৌলিক অর্থ—প্রচেষ্টা, সাধনা, পরিশ্রম,আত্মনিয়োগ, সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করা।

অতএব, ভাষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে জিহাদ মানে হলো, যে কোনো কল্যাণকর কাজে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। বিভিন্ন অভিধান থেকে নেয়া জিহাদের শাব্দিক অর্থ হল, চেষ্টা করা, সাধনা করা, সর্বাত্বক মেহনত করা, মুজাহাদা করা, ধর্মযুদ্ধে কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধকরাকে বলে। (ফাজায়েলে জিহাদ, পৃষ্ঠা- ৩)

১.৩ জিহাদের পারিভাষিক সংজ্ঞা

ইসলামী শরীয়তে জিহাদ বলতে বুঝায়- "আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নৈতিক, আত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বা প্রয়োজনে সশস্ত্র উপায়ে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।"

বিজ্ঞ মুহাদ্দিসানে কিরামগণ জিহাদের যে সংজ্ঞা বুঝেছেন এবং নিজেদের যবান মুবারক থেকে বর্ণনা করেছেন তার থেকে কয়েকটি ফাজায়েলে জিহাদ বই থেকে তুলে ধরা হলো:-

- বুখারী শরীফের বিশ্ববিখ্যাত ও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ শরাহ ফতহুল বারীর রচয়িতা আল্লামা ইবনে হাজার (রাহ.) ইরশাদ করেন-

الْجِهَادُ بِكَسْرِ الْجِيمِ هُوَ الْمُشَقَّةُ لُغَةٌ وَشَرْعًا بَذْلُ الْجُهْدِ فِي قِتَالِ الكُفَّار

'জীম' হরফে কাসরা 'যের' বিশিষ্ট শব্দের শাব্দিক অর্থ কষ্ট করা, সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা। জিহাদের পারিভাষিক অর্থ হল, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে সর্বশক্তি ব্যয় করা।

- বুখারী শরীফেরই অপর এক প্রসিদ্ধ ব্যখ্যাগ্রন্থ উমদাতুল কুরীর আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রা.) ইরশাদ করেন-

بَذْلُ الْجُهْدِ فِي قَتْلِ الْكُفَّارِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى

“আল্লাহ্ তা'আলার যমিনে আল্লাহ্ দীন বুলন্দ করার জন্য খোদাদ্রোহী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে সর্বশক্তি ব্যয় কর।”

- মিশকাত শরীফের প্রশিদ্ধ ব্যখ্যাগ্রন্থ আল-মিরকাতের রচিয়তা আলামা মোল্লা আলী কারী (রাহ.) উল্লেখ করেন-

بَذْلُ الْمَجْهُودِ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ

“শত্রুর (দুশমন/কাফেরদের) মোকাবিলায় সর্বশক্তি ব্যয় করা।”

- শাফীয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ বর্ণনা হল আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.)-এর অভিমত-

الدَّعْوَةُ إلى الدين الحق وقتال ان لم يقبله

“সত্য দীনের প্রতি আহ্বান করা। গ্রহণ না করলে তার সাথে যুদ্ধ করাকে জিহাদ বলে।”

- মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত কিতাব শরহুস সগীরে উলেখ করা হয়েছে-

الجهاد قتال المسلم كافرا غير ذي عهد لاعلاء كلمة الله

“আল্লাহ্ তা'আলার যমিনে আল্লাহ্ দীন বুলন্দির জন্য চুক্তিহীন কাফেরদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ করাকে জিহাদ বলে।”

- হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণের মতে জিহাদের সংজ্ঞা-

الجهاد قتال الكفار

“জিহাদ হল কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার নাম।”

(সূত্রঃ ফাজায়েলে জিহাদ, পৃষ্ঠা ৫-৬)

১.৪. শরয়ী জিহাদ ও অন্যদের লড়াইয়ের মধ্যে পার্থক্য

শরয়ী জিহাদ ও অন্যদের লড়াইয়ের মধ্যে পার্থক্য ‘কিতাবুল জিহাদ’ বই থেকে আলোচনা করা হলো-

১. অন্যান্য যুদ্ধ তাগুতের পথে হয় পক্ষান্তরে জিহাদ হয় আল্লাহর পথে। আল্লাহর পথে হওয়ার অর্থ কী তা নিম্নোক্ত হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর পথে লড়াইয়ের পরিচয় কী? আমরা কেউ ক্রোধান্বিত হওয়ায় লড়াই করি, কেউ জাত্যাভিমানের বশবর্তী হয়ে লড়াই করি?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি মুখ তুলে তাকালেন অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য লড়াই করে সে আল্লাহর পথে। (সহীহুল বুখারী ১/২৩, সহীহু মুসলিম ১/১৪০)

অন্য বর্ণনায় এসেছে-

،جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ :الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيَرَى مَكَانَهُ، فَمَنْ في سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, এক ব্যক্তি গনীমতের সম্পদের জন্য লড়াই করে, এক ব্যক্তি খ্যাতির জন্য লড়াই করে এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে, এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করে সে আল্লাহর পথে। (ছহীহুল বুখারী ১/৩৯৪, ছহীহু মুসলিম ১/১৩৯)

২. অন্যান্য যুদ্ধ হয় মানুষের উপর নির্যাতনের ষ্টিমরোলার চালাবার জন্য এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য। পূর্বের ইতিহাস ও আজকের বাস্তবতা এর জাজ্বল্যমান প্রমান। অপরদিকে জিহাদ হয়ে থাকে ন্যায় ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য। জিহাদ ও মুজাহিদগণের সোনালী ইতিহাস এরই সাক্ষ্য দেয়।

৩. জিহাদের উদ্দেশ্য-যা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে- তা হল-

إِخْرَاجُ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ، وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، وَمِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ إِلَى نُورِ الْعِلْمِ، وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الإِسْلَامِ .

মানুষকে মুক্ত করা মানুষের দাসত্ব থেকে আল্লাহর দাসত্বের প্রতি, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে এর প্রশস্ততার প্রতি, অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর প্রতি এবং সকল মত ও ধর্মের নিপীড়ন থেকে ইসলামের ইনসাফের প্রতি। অথচ অন্যান্য যুদ্ধের উদ্দেশ্যই হল, মানুষের উপর মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, অত্যাচার ও অনাচারের পুঞ্জিভূত অন্ধকারে পৃথিবীকে নিমজ্জিত করা।

৪. অন্যান্য যুদ্ধের উদ্দেশ্য হল, সম্রাজ্য বিস্তার করা অপর দিকে জিহাদের উদ্দেশ্য হল, ভূমিকে তার হক্বদারের নিকট প্রত্যার্পণ করা। ভূমির মালিক আল্লাহ তা'আলা। তিনি নেককার মুমিনগণকেই এর হক্বদার সাব্যস্ত করেছেন। যারা এতে 'আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে, যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, আমর বিল মা'রুফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালন করবে। ইরশাদ হয়েছে-

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ، إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ .

এবং আমি 'উপদেশের' পর যাবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্ম পরায়ণ বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে।

এতে ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্য পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু রয়েছে।আমি তো তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি। (সূরা আম্বিয়া, ১০৫-১০৭)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ - قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধান বলল, আপনি কি মুসাকে ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করতে দিবেন? সে বলল, আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব আর আমরা তো তাদের উপর প্রবল। মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য্যধারন কর; যমীন তো আল্লাহরই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিনাম তো মুত্তাক্বীদের জন্য। (সূরা আরাফ, ১২৭-১২৮)

আরো ইরশাদ হয়েছে-

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوْ مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ في الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ، يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُلَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব (খেলাফত) দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব (খেলাফত) দান করেছিলেন তার পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী। (সূরা আন-নূর, আয়াত ৫৫)

৫. অন্যান্য যুদ্ধ হল, বিনা উদ্দেশ্যে বা হীন উদ্দেশ্যে নিরপরাধ মানুষের জান-মান, ইজ্জত আব্রর উপর আঘাত হানার নাম পক্ষান্তরে জিহাদে ইসলামী শুধু তাদের সাথেই হয়ে থাকে যারা নিজেদের অপরাধের কারণে হত্যাযোগ্য হয়ে গিয়েছে।

৬. অন্যান্য যুদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মৃত্যু বিভীষিকার নামান্তর পক্ষান্তরে জিহাদে ইসলামী সমাজকে দান করে নবজীবন, কিসাসযোগ্য ব্যক্তির উপর কিসাস কার্যকর করা সমাজকে নবজীবন দানেরই নামান্তর।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ! তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে রয়েছে জীবন। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৭৯)

৭. অন্যান্য যুদ্ধ লাগামহীন হত্যাযজ্ঞের নাম, অপরদিকে জিহাদে ইসলামীর জন্য রয়েছে বহু শর্ত, বহু বিধি-নিষেধ এবং নির্ধারিত সীমা-রেখা। এজন্য জিহাদে ইসলামী কর্মপন্থার দিক দিয়েও অন্যান্য যুদ্ধের চেয়ে ভিন্নতর। কেননা জিহাদে ইসলামীর উদ্দেশ্যই হল পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করা এবং অত্যাচার ও অনাচারের মূলোৎপাটন করা।

মোট কথা শুধু এবং শুধু ইসলামী যুদ্ধকেই "জিহাদ" বলা হয়, যা উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা উভয় দিক দিয়ে অন্যান্য যুদ্ধ থেকে পুরোপুরি ভিন্নতর। এবং শুধু মুত্তাকী মুমিনই একাজের উপযুক্ত কেননা ইনসাফ ও ইসলাহের ঝান্ডা বহনের অধিকার একমাত্র তাদেরই আছে এবং একমাত্র তারাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী। মানব সমাজের নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা এবং মানবতার শিক্ষক হবার গৌরবও শুধু তাঁদেরই প্রাপ্য।

১.৫. দ্বীন প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাই কি জিহাদ?

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাই কি "জিহাদ"? কিতাবুল জিহাদ বই থেকে আলোচনা করা হলো- কোন কোন বন্ধুকে বলতে শোনা যায় যে, ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ, দ্বীন প্রতিষ্ঠা বা দ্বীনের প্রচার প্রসারের নিমিত্ত যে কোন কর্ম-প্রচেষ্টাই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। বলা বাহুল্য "জিহাদ" আভিধানিক অর্থে শরীয়ত সম্মত সকল দ্বীনি প্রচেষ্টাকেই বুঝায় এবং শরয়ী নুসুসমূহের (কুরআন হাদীসের ভাষা) কোথাও কোথাও এই শব্দটি জিহাদ ছাড়া অন্যান্য দ্বীনি মিহনতের ব্যাপারেও ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু জিহাদ যা শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা এবং যার অপর নাম "ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ" তা কখনো এই সাধারণ কর্ম প্রচেষ্টার নাম নয় বরং এই অর্থে "জিহাদ" হল, "আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য, ইসলামের হিফাজত ও এর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য, কুফরের শক্তিকে চুরমার করার জন্য এবং এর প্রভাব প্রতিপত্তিকে বিলুপ্ত করার জন্য কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা।"

ফিকহের কিতাবসমূহে এই জিহাদের বিধি-বিধানই উল্লেখিত হয়েছে। সীরাত গ্রন্থসমূহে এই জিহাদেরই নববী যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে, কুরআন হাদীসে জিহাদের ব্যাপারে যে

বড় বড় ফযীলতের কথা বলা হয়েছে তা এই জিহাদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে এবং এই জিহাদে শাহাদাতের মর্যাদায় বিভূষিত ব্যক্তিই হলেন প্রকৃত "শহীদ"।

শরয়ী নুসূস এবং শরয়ী পরিভাষাসমূহের উপর নেহায়েত জুল্ম করা হবে যদি আভিধানিক অর্থের অন্যায় সুযোগ নিয়ে পারিভাষিক জিহাদের আহকাম ও ফাযাইল দ্বীনের অন্যান্য মেহনত ও কর্ম প্রচেষ্টার ব্যাপারে আরোপ করা হয়। এটা এক ধরনের অর্থগত বিকৃতি সাধন, যা থেকে বেঁচে থাকা ফরয। তা'লীম, তাযকিয়া, দাওয়াত ও তাবলীগ, ওয়ায-নসীহত বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিকভাবে কোন কর্ম প্রচেষ্টা (যদি শরয়ী নীতিমালা ও ইসলামী নির্দেশনা মোতাবেক হয় তবে তা আমর বিল মা'রুফ ও নাহী আনিল মুনকারের একটি নতুন পদ্ধতি) এসবই স্ব স্ব স্থানে গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এসবের ভিন্ন ফাযাইল, ভিন্ন আহকাম এবং রয়েছে এবং কোনটিকেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই কিন্তু এসবের কোনটাই এমন নয় যাকে পারিভাষিক জিহাদের অন্তর্ভূক্ত করা যায় এবং যার ব্যাপারে জিহাদের ফাযাইল ও আহকাম আরোপ করা যায়। এই বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করা ও মনে রাখা নেহায়েত জরুরী, কেননা আজকাল জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইসলামের বহু পরিভাষার মধ্যে পূর্ণ বা আংশিক তাহরীফের (বিকৃতি সাধন) প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কেউ তাবলীগের কাজকে "জিহাদ" বলে দিচ্ছেন, কেউ তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির কাজকে, আবার কেউ রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা বরং ইলেকশনে অংশগ্রহণ করাকেও জিহাদ বলে দিচ্ছেন। কারো কারো কথা থেকেতো এও বোঝা যায় যে, পাশ্চাত্য রাজনীতির অন্ধ অনুসরণ ও জিহাদের শামিল। আল্লাহর পানাহ। (সূত্রঃ কিতাবুল জিহাদ)

১.৬. জিহাদে আকবর কিসের নাম?

উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই ঐসব লোকের ভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে গেছে যারা "জিহাদ মা'আল কুফফার" ও ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ"র গুরুত্বকে খাটো করার জন্য জিহাদে আকবর (বড় জিহাদ) ও জিহাদে আসগরের (ছোট জিহাদ) দর্শন ব্যবহার করেন। তাদের বক্তব্য হল, নফসের (প্রবৃত্তি) বিরুদ্ধে জিহাদই বড় জিহাদ এবং ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ হল ছোট জিহাদ। এই ভুল ধারণার ভ্রান্তি প্রমাণের জন্য আমি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলার পরিবর্তে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী (রহঃ)-এর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। হযরত বলেন-

آج کل عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قتال مع الکفار جہاد اصغر ہے اور مجاھد کہ نفس جہادا کبر ہے گویا کہ قتال مع الکفار و علی الاطلاق اس مجاھدہ نفس سے جو خلوت ،میں ہو درجہ میں گھٹا ہوا سمجھتے ہیں ، حالانکہ یہ صیح نہیں بلکہ اس میں تفصیل ہے وہ یہ کہ قتال مع الکفار اگر بلا اخلاص ہے تب تو واقع میں وہ مجاہدہ نفس سے درجہ میں کم یہ ہے، وہ مجاھد نفس اس سے افضل ہے، اور ایسے قتال مع الکفار کو جہاد اصغر اور اس کے مقابلہ میں مجاہ و نفس کو جہادا کبر کہا گیا۔

کا لیکن قتال مع الکفار اخلاص کے ساتھ ہو تو ایسی حالت میں قتال مع الکفار کو جہاد اصغر کہنا غیر حقین صوفیہ کا غلو ہے بلکہ ایسا قتال مع الکفار جہادا کبر ہی ہے، اور ایسا قتال اس مجاھد نفس - سے جو خلوت میں ہو افضل ہے، کیونکہ جو قتال مع الکفار اخلاص کے ساتھ ہو گا وہ مجادۂ نفس کو بھی شامل ہوگا ، ایسے قتال کے اور دونوں جہاد کی فضیلت جمع ہو جائیگی -

"আজকাল সাধারণভাবে মানুষের ধারণা এই যে, কাফেরদের সাথে লড়াই করা জিহাদে আসগর (ছোট জিহাদ) এবং নফসের মুজাহাদা (কুপ্রবৃত্তির দমন ও আত্মশুদ্ধি) জিহাদে আকবর (বড় জিহাদ)। যেন তারা নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে কাফেরদের সাথে লড়াই করাকে সকল ক্ষেত্রেই নিম্নমানের মনে করে। এই ধারণা ঠিক নয় বরং বাস্তব কথা হল, কাফেরদের সাথে লড়াই করা ইখলাস শূণ্য হলে বাস্তবিকপক্ষেই তা নফসের মুজাহাদা থেবে নিম্নস্তরের কাজ। এ ধরনের লড়াইকেই জিহাদে আসগর এবং এর বিপরীতে নফসের মুজাহাদাকে জিহাদে আকবর বলা হয়েছে। কিন্তু কাফেরদের সাথে লড়াই যদি ইখলাসপূর্ণ হয় তবে এই লড়াইকে জিহাদে আসগর বলা গাইরে মুহাকক্কিক (অগভীর জ্ঞানের অধিকারী) সুফীদের বাড়াবাড়ি বরং এই লড়াই অবশ্যই জিহাদে আকবর এবং তা নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে উত্তম। কেননা যে লড়াই ইখলাসপূর্ণ হবে তাতে নফসের মুজাহাদাও বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং এতে উভয় জিহাদের ফযীলতই একত্রিত হচ্ছে। (আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ খঃ ৪, হিস্সা ৫, পৃঃ ৮, মালফুয, ১০৪১)

১.৭. জিহাদ কি ইক্বদামী (আক্রমণমূলক) না শুধুই দিফায়ী (প্রতিরোধমূলক)?

এই শেষ যামানার কোন কোন লেখকের রচনা থেকে, যা তারা জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং জিহাদের তাৎপর্য, উপকারিতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করার জন্য লিখেছেন, এই ধারণা জন্মায় যে, ইসলামে শুধু দিফায়ী জিহাদ (প্রতিরোধমূলক জিহাদ) অনুমোদিত, ইকুদামী জিহাদের (আক্রমণমূলক জিহাদ) অনুমোদন ইসলামে নেই। তাদের এ জাতীয় কথাবার্তার কারণ হয়ত জিহাদ সম্পর্কীয় কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের বরকতময় জীবনচরিত সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা পাশ্চাত্যের অন্যায় আপত্তিসমূহের কারণে ভীত কম্পিত মানসিকতা।

বাস্তবতা হল, জিহাদের মূল উদ্দেশ্য ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ বা ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কুফরের প্রভাব প্রতিপত্তি চুরমার করা। এতদুদ্দেশ্যে ইকুদামী বা আক্রমনমূলক জিহাদ শুধু অনুমোদিতই নয় বরং কখনো কখনো তা ফরয ও প্রভূত সওয়াবের কারণও বটে। কুরআন সুন্নাহর দলীলসমূহের পাশাপাশি পুরো ইসলামী ইতিহাস (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে) এ ধরনের জিহাদের ঘটনায় পরিপূর্ণ। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তকী উসমানী (দাঃ বাঃ) এর ভাষায়-

"অমুসলিমদের আপত্তিতে ভীত হয়ে এসব বাস্তব বিষয়কে অস্বীকার করা বা এতে ওযরখাহীমূলক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা একটি অর্থহীন কাজ। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, একজন ব্যক্তিকেও জবরদস্তি করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয় নাই এবং এর অনুমোদনও শরীয়তে নেই, অন্যথায় জিযিয়ার পুরো ব্যবস্থাপনাই অর্থহীন হয়ে যাবে। হ্যাঁ ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই তরবারী ওঠানো হয়েছে, কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগত পর্যায়ে কুফরের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতে চায় থাকুক কিন্তু আল্লাহর বানানো এই পৃথিবীতে বিধান আল্লাহরই চলা উচিৎ এবং মুসলমান আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য এবং আল্লাহদ্রোহীদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে চুরমার করার জন্যই জিহাদ করে। আমরা এই বাস্তব সত্য প্রকাশ করতে ঐসব লোকের সামনে কেন লজ্জাবনত হব যাদের পুরো ইতিহাস সাম্রাজ্য বিস্তারের উম্মত্ত নেশায় হত্যাযজ্ঞ সংঘটনের ইতিহাস এবং যারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির জাহান্নাম পূর্ণ করার জন্য কোটি কোটি মানুষের প্রাণ সংহার করেছে! যাদের নিক্ষিপ্ত গোলামীর জিঞ্জিরে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ জাতির দেহ আজও রক্তাক্ত!" (সূত্রঃ কিতাবুল জিহাদ)

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ কুরআনের আলোকে জিহাদের গুরুত্ব

২.১. জিহাদ সম্পর্কিত কুরআনের পরিভাষা ও আয়াতসমূহ

কুরআনে জিহাদের আলোচনায় কয়েকটি শব্দ বারবার এসেছে—

- جهاد (জিহাদ): প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম
- قتال (কিতাল): যুদ্ধ
- سبيل الله (সাবিলিল্লাহ): আল্লাহর পথে
- نصرة (নুসরাহ): সাহায্য
- صبر (সব্‌র): ধৈর্য ও স্থিরতা

এগুলো মিলিয়ে জিহাদের প্রকৃত কাঠামো বোঝা যায়—এটি একদিকে আত্মশুদ্ধির সংগ্রাম, অন্যদিকে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।

২.১.১ জিহাদ সম্পর্কে কুরআনের আয়াতসমূহ

প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী পবিত্র কুরআনে জিহাদ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত প্রায় ৫০০ এর অধিক। তবে এই সব আয়াতে ‘জিহাদ’ শব্দ দ্বারা কিংবা জিহাদের ব্যাপারে আলোচনা আসে নি। কোথাও ‘কিতাল’ শব্দ দ্বারাও আলোচনা করা হয়েছে। কোথাও জিহাদের মাসআলা-মাসায়েল নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

সরাসরি ‘জিহাদ’ শব্দটি কুরআনে এসেছে প্রায় ২৭ বার। এখানে জিহাদ সম্পর্কে বেশ কিছু আয়াত একত্রিত করা হলো-

- সূরা বাকারার ১৫৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِیْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ

যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা বুঝতে পার না।

- সূরা আলে ইমরানের ১৫৬ থেকে ১৫৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِی الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَ مَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِیْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَ اللهُ يُحْیٖ وَ يُمِيْتُ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ؕ

হে মুমিনগণ, তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কুফরী করেছে এবং তাদের ভাইদেরকে বলেছে- যখন তারা যমীনে সফরে বের হয়েছিল অথবা তারা ছিল যোদ্ধা (অতঃপর নিহত হয়েছিল)-‘যদি তারা আমাদের কাছে থাকত, তবে তারা মারা যেত না এবং তাদেরকে হত্যা করা হত না’। যাতে আল্লাহ তা তাদের অন্তরে আক্ষেপে পরিণত করেন এবং আল্লাহ জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

وَ لَئِنۡ قُتِلۡتُمۡ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ اَوۡ مُتُّمۡ لَمَغۡفِرَۃٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَحۡمَۃٌ خَیۡرٌ مِّمَّا یَجۡمَعُوۡنَ

যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তবে আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা অতি উত্তম তারা যা সঞ্চয় করে তার চেয়ে।

وَ لَئِنۡ مُّتُّمۡ اَوۡ قُتِلۡتُمۡ لَاِالَی اللّٰهِ تُحۡشَرُوۡنَ

আর তোমাদের মৃত্যু হলে অথবা তোমরা নিহত হলে, আল্লাহর কাছে তোমাদেরকে অবশ্যই একত্রিত করা হবে।

➢ সূরা বাকারার ২১৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

کُتِبَ عَلَیۡکُمُ الۡقِتَالُ وَ هُوَ کُرۡهٌ لَّکُمۡ ۚ وَ عَسٰۤی اَنۡ تَکۡرَهُوۡا شَیۡئًا وَّ هُوَ خَیۡرٌ لَّکُمۡ ۚ وَ عَسٰۤی اَنۡ تُحِبُّوۡا شَیۡئًا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّکُمۡ ؕ وَ اللّٰهُ یَعۡلَمُ وَ اَنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ

তোমাদের জন্য জিহাদের বিধান ফরজ করা হলো। যদিও এটা তোমাদের কাছে অপছন্দ। কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না, হতে পারে, তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর, হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ যা জানেন, তোমরা তা জান না।

➢ সূরা নিসার ৭১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا خُذُوۡا حِذۡرَکُمۡ فَانۡفِرُوۡا ثُبَاتٍ اَوِ انۡفِرُوۡا جَمِیۡعًا

হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন কর; তারপর হয় দলে দলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও অথবা একসঙ্গে অগ্রসর হও। (আয়াতের প্রথমাংশে জিহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ এবং আয়াতের দ্বিতীয় অংশে জিহাদে অংশ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে)

➢ সূরা নিসার ৭২-৭৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَ اِنَّ مِنۡکُمۡ لَمَنۡ لَّیُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنۡ اَصَابَتۡکُمۡ مُّصِیۡبَۃٌ قَالَ قَدۡ اَنۡعَمَ اللّٰهُ عَلَیَّ اِذۡ لَمۡ اَکُنۡ مَّعَهُمۡ شَهِیۡدًا

আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যে অবশ্যই বিলম্ব করবে। সুতরাং তোমাদের কোন বিপদ আপতিত হলে সে বলবে, 'আল্লাহ আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না'।

وَ لَئِنۡ اَصَابَکُمۡ فَضۡلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَیَقُوۡلَنَّ کَاَنۡ لَّمۡ تَکُنۡۢ بَیۡنَکُمۡ وَ بَیۡنَهٗ مَوَدَّۃٌ یّٰلَیۡتَنِیۡ کُنۡتُ مَعَهُمۡ فَاَفُوۡزَ فَوۡزًا عَظِیۡمًا

আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ হয়, তবে যেন তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোন প্রকারের সম্পর্ক ছিল না,

এমনিভাবে অবশ্যই বলে উঠবে, 'হায় আফসোস! আমিও যদি তাদের সঙ্গে থাকতাম তাহলে মহা সাফল্য লাভ করতাম।

➢ সূরা নিসার ৭৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

فَلۡیُقَاتِلۡ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ الَّذِیۡنَ یَشۡرُوۡنَ الۡحَیٰوۃَ الدُّنۡیَا بِالۡاٰخِرَۃِ ؕ وَ مَنۡ یُّقَاتِلۡ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ فَیُقۡتَلۡ اَوۡ یَغۡلِبۡ فَسَوۡفَ نُؤۡتِیۡهِ اَجۡرًا عَظِیۡمًا

অবশ্যই যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। আর যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী, অচিরেই আমি তাকে দেব মহা পুরস্কার।

- সূরা নিসার ৭৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَ مَا لَكُمۡ لَا تُقَاتِلُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ وَ الۡمُسۡتَضۡعَفِیۡنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الۡوِلۡدَانِ الَّذِیۡنَ یَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَاۤ اَخۡرِجۡنَا مِنۡ هٰذِهِ الۡقَرۡیَةِ الظَّالِمِ اَهۡلُهَا ۚ وَ اجۡعَلۡ لَّنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ وَلِیًّا ۚۙ وَّ اجۡعَلۡ لَّنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ نَصِیۡرًا

আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।’

- সূরা আনফালের ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا لَقِیۡتُمُ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا زَحۡفًا فَلَا تُوَلُّوۡهُمُ الۡاَدۡبَارَ

হে মুমিনগণ, তোমরা যখন কাফিরদের মুখোমুখি হবে বিশাল বাহিনী নিয়ে, তখন তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না।

- সূরা আনফালের ৪৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا لَقِیۡتُمۡ فِئَةً فَاثۡبُتُوۡا وَ اذۡكُرُوا اللّٰهَ كَثِیۡرًا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা কোন দলের মুখোমুখি হও, তখন অবিচল থাক, আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হও।

- সূরা তাওবার ১১১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ اشۡتَرٰی مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اَنۡفُسَهُمۡ وَ اَمۡوَالَهُمۡ بِاَنَّ لَهُمُ الۡجَنَّةَ ؕ یُقَاتِلُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ فَیَقۡتُلُوۡنَ وَ یُقۡتَلُوۡنَ ۟ وَعۡدًا عَلَیۡهِ حَقًّا فِی التَّوۡرٰىةِ وَ الۡاِنۡجِیۡلِ وَ الۡقُرۡاٰنِ ؕ وَ مَنۡ اَوۡفٰی بِعَهۡدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسۡتَبۡشِرُوۡا بِبَیۡعِكُمُ الَّذِیۡ بَایَعۡتُمۡ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে,তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা শত্রুকে মারে ও নিজেরা মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে যেই বিনিময় করেছ, সেই বিনিময়ের জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য।

২.২. জিহাদের প্রতি কুরআনের আহ্বান

জিহাদের প্রতি আহ্বান সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়াতসমূহ

- আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

“আর আল্লাহর পথে যথাযথভাবে জিহাদ করো।” (সূরা আল-হজ্জ ,৭৮)

- জিহাদ ও কুরবানির গুরুত্ব

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم

“নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জান-মাল ক্রয় করেছেন তাদের বিনিময়ে জান্নাত দিবেন।” (সূরা আত-তাওবা, ১১১)

- অলসতা পরিহার করে বের হও

انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا

“তোমরা হালকা বা ভারী (অবস্থায়) বের হয়ে পড়ো (আল্লাহর পথে জিহাদে)।” (সূরা আত-তাওবা, ৪১)

- আল্লাহর নির্ধারিত বিধান

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

“তোমাদের উপর যুদ্ধ (কিতাল) ফরজ করা হয়েছে।” (সূরা আল-বাকারা, ২১৬)

- আত্মরক্ষামূলক জিহাদ

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ

“যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।” (সূরা আল-বাকারা, ১৯০)

- সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

“অতএব কাফেরদের অনুসরণ করো না এবং এ কুরআনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে বিরাট জিহাদ করো।” (সূরা আল-ফুরকান, ৫২)

- আল্লাহর সাহায্য মুমিনদের সঙ্গেই

إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ

“তোমরা যদি আল্লাহর (ধর্মের) সাহায্য করো, তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন।” (সূরা মুহাম্মদ, ০৭)

২.৩. আল্লাহর পথে জিহাদের প্রতিদান

আল্লাহর পথে জিহাদের প্রতিদান সম্পর্কৃত আয়াতসমূহ-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ١٠ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ١١ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ١٢

"তোমাদেরকে কি আমি এমন একটি ব্যবসার কথা জানিয়ে দেব, যা তোমাদেরকে বাঁচাবে যন্ত্রণাদায়ক আজাব থেকে? তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করবে তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে, এটাই মহা সফলতা। তিনি তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে।" (সূরা আস-সাফ, ১০-১২)

ط لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَي الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰي ؕ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَي الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا

"বসে থাকা মুমিনগণ, যারা ওযরগ্রস্ত নয় এবং নিজদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীগণ এক সমান নয়। নিজদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারীদের মর্যাদা আল্লাহ বসে থাকাদের উপর অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ প্রত্যেককেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আল্লাহ জিহাদকারীদেরকে বসে থাকাদের উপর মহা পুরস্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।" (সূরা আন-নিসা, ৯৫)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের আশা করে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা বাকারাহ, ২১৮)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ .يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ۙ .خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে — তারাই আল্লাহর কাছে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাদের জন্য আছে জান্নাত, যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।" (সূরা তাওবা, ২০-২২)

ط اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ

"মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ।" (সূরা হুজুরাত, ১৫)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۭ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

"আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযক।" (সূরা আনফাল, ৭৪)

اِنَّ اللهَ اشْتَرٰي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۭ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ۣ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ۭ وَمَنْ اَوْفٰي بِعَهْدِهٖ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ۭ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

"নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য।" (সূরা তাওবা, ১১১)

২.৪. জিহাদ ত্যাগকারীদের প্রতি সতর্কবাণী

জিহাদ ত্যাগকারীদের সতর্ক করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতালা ইরশাদ করেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَي الْاَرْضِ ۭ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ.اِلا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا ۭ وَاللهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা যমীনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়? তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওমকে আনয়ন করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান"। (সূরা তাওবা, ৩৮-৩৯)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ

وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰي فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۟

"হে মুমিনগণ, তোমরা যখন কাফিরদের মুখোমুখি হবে বিশাল বাহিনী নিয়ে, তখন তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না।আর যে ব্যক্তি সেদিন তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তাহলে সে আল্লাহর গযব নিয়ে ফিরে আসবে। তবে যুদ্ধের জন্য (কৌশলগত) দিক পরিবর্তন অথবা নিজ দলে আশ্রয় গ্রহণের জন্য হলে ভিন্ন কথা এবং তার আবাস জাহান্নাম। আর সেটি কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল"। (সূরা আনফাল, ১৫-১৬)

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ۭ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنٰكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۭ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا ۭ يَكْتُمُوْنَ

"আর যাতে তিনি জেনে নেন মুনাফিকদেরকে। আর তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'এসো, আল্লাহর পথে লড়াই কর অথবা প্রতিরোধ কর'। তারা বলেছিল, 'যদি আমরা লড়াই হবে জানতাম* তবে অবশ্যই তোমাদেরকে অনুসরণ করতাম'। সেদিন তারা কুফরীর বেশি কাছাকাছি ছিল তাদের ঈমানের তুলনায়। তারা তাদের মুখে বলে, যা তাদের অন্তরসমূহে নেই। আর তারা যা গোপন করে সে সম্পর্কে আল্লাহ অধিক অবগত" (সূরা আল-ইমরান,১৬৭)

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰي قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

"পেছনে পড়ে থাকা বেদুঈনদেরকে বল, 'এক কঠোর যোদ্ধা জাতির বিরুদ্ধে শীঘ্রই তোমাদেরকে ডাকা হবে; তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে। অতঃপর তোমরা যদি আনুগত্য কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর পূর্বে তোমরা যেমন ফিরে গিয়েছিলে তেমনি যদি ফিরে যাও তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেবেন।" (সূরা আল-ফাতহ,১৬)

২.৫. কুরআনে জিহাদের সামাজিক ও নৈতিক তাৎপর্য

- **সামাজিক তাৎপর্য**
  - ন্যায় ও সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা। যেমন- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া'তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন-

"আর তোমরা এমনভাবে তোমাদের মধ্যে অন্যায় ও জুলুম করো না।" (সুরা আল-বাকারা, ২৭৯)

জিহাদ জুলুম, অন্যায় ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে সংগ্রামের নাম। এটি সমাজকে শান্তি ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে।

- দুর্বল ও নিপীড়িতদের রক্ষা। যেমন- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া’তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন-

“আর তোমরা কেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে না? সেই অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য।” (সুরা আন-নিসা, ৭৫)

এই আয়াত দেখায়, জিহাদের উদ্দেশ্য আগ্রাসন নয়, বরং দুর্বলের পক্ষে দাঁড়ানো।

- সমাজে শৃঙ্খলা ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা। যেমন- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া’তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন-

“তোমরা ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।” (সুরা আলে ইমরান, ১১০)

জিহাদ সমাজকে নৈতিকভাবে উন্নত করার প্রচেষ্টা।

- **নৈতিক তাৎপর্য**

- আত্মশুদ্ধি ও পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ইসলামি শিক্ষায় সর্বোচ্চ জিহাদ হলো নফসের বিরুদ্ধে লড়াই (জিহাদুন নফস)।

“যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে তার জীবন বিসর্জন দেয়, সে সফল হয়।” (সুরা আল-বাকারা, ২০৭)

- সত্য প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

“সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে।” (সুরা আল-ইসরা, ৮১)

জিহাদের মাধ্যমে মুসলিমকে সত্যের পক্ষে দৃঢ় থাকতে বলা হয়েছে।

- আত্মত্যাগ ও দায়িত্ববোধ। জিহাদ মানুষকে স্বার্থপরতা ত্যাগ করতে ও সমাজের জন্য দায়িত্ব নিতে উৎসাহিত করে।

“তোমরা যুদ্ধ করবে আল্লাহর পথে তাদের সাথে, যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।” (সুরা আল-বাকারা, ১৯০)

তৃতীয় অধ্যায়: হাদীস ও সুন্নাহর আলোকে জিহাদের গুরুত্ব

৩.১. হাদীসে জিহাদের গুরুত্ব ও ফজিলত

কিতাবুল জিহাদ বই থেকে জিহাদের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কিত কিছু হাদিস উল্লেখ করা হলো-

- সর্বোত্তম আমল

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ح وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ " الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ " . قَالَ قُلْتُ أَىُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ " أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا " . قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ " تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ " تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ "

-আবূ রাবী’ আয-যাহরানী এবং খালফ ইবনু হিশাম (রহঃ), আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেনঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আমি আবার প্রশ্ন করলামঃ কোন ধরনের গোলাম আযাদ করা উত্তম? তিনি বললেনঃ সে গোলাম আযাদ করা উত্তম, যে মুনীবের কাছে অধিক প্রিয় এবং অধিক মূল্যবান। আমি আরয-করলাম আমি যদি তা করতে না পারি? তিনি বললেনঃ তা হলে অন্যের কর্মে সাহায্য করবে অথবা কর্মহীনের কাজ করে দেবে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদি আমি এমন কোন কাজ করতে অক্ষম হই? তিনি বললেনঃ তোমার মন্দ আচরণ থেকে লোকদের মুক্ত রাখবে। এ হল তোমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি সা’দকা।

- সর্বোত্তম জিহাদ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمِيرٍ، قَالَ :قَبْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ :مَنْ عُقِرَ جَوادُهُ، وَأَهْرِيقَ دَمُهُ

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইদ বিন উমায়ের হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন জিহাদ সর্বোত্তম? তিনি বলিলেন: যাহার রক্ত প্রবাহিত করা হইয়াছে এবং ঘোড়ার হস্তপদ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে।

- জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম তিন ব্যক্তি

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ ، فَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ

الْجَنَّةَ فَالشَّهِيدُ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَعَفِيفٌ متعفف ذُو عِيَالٍ - وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍيَدْخُلُوْنَ النَّا :أَمِيرٌ مُسَلَّطٌ ، وَذُوثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لا يُعْطِي حَقَّهُ، وَفَقِيرٌ فَخُورٌ

আবু হুরাইরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম ভিন ব্যক্তিকে এবং জাহান্নামে গমনকারী প্রথম তিন ব্যক্তিকে আমার সামনে পেশ করা হইয়াছে। জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম তিন ব্যক্তি হইল (প্রথমত) শহীদ, (দ্বিতীয়ত) ঐ কৃতদাস যে উত্তমরূপে নিজ পালনকর্তার ইবাদত করিয়াছে এবং আপন মনিবের জন্য কল্যাণকামী থাকিয়াছে, (তৃতীয়ত) ঐ হারাম পরিত্যাগকারী ব্যক্তি যাহার (বহু) পোষ্য রহিয়াছে। জাহান্নামে গমনকারী প্রথম তিন ব্যক্তি হইল জোরপূর্বক ক্ষমতা গ্রহণকারী, যে সম্পদশালী তাহার সম্পদের প্রদেয় আদায় করেনা এবং অহংকারী ফকীর।

- আল্লাহর বিশ্বস্ত ব্যক্তি

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الشُّهَدَاءُ أَمَنَاءُ اللَّهِ ، قُتِلُوا أَوْمَاتُوا عَلَى فَرَشِهِم

খালিদ বিন মা'দান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, শহীদগণ আল্লাহর বিশ্বস্ত ব্যক্তি তাহারা নিহত হোন বা বিছানায় মৃত্যুবরণ করুন।

- সর্বোত্তম শহীদ

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَفْضَلُ الشُّهَدَاء عِنْدَ اللهِ الَّذِينَ يَلْقَوْنَ فِي الصَّفِ ، فَلَا يَلْفِتُونَ وُجُوهُهُمْ حَتَّى يقْتَلُوا ، أُولَئِكَ يَتَلَبَّطُونَ فِي الْغُرَفِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، يَضْحَكُ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ إِذَا ضَحِكَ إِلَى قَوْمٍ فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ

ইয়াহয়া ইবনে আবী কাছীর হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার নিকটে সর্বোত্তম শহীদ তাহারা যাহারা যুদ্ধের কাতারে শত্রুর মুখোমুখি হয় অতঃপর নিহত হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত করেনা। ইহারা জান্নাতে সুউচ্চ বালাখানাসমূহে শয়ন করিয়া গড়াগড়ি দিবে। তোমার পালনকর্তা উহাদের প্রতি তাকাইয়া হাসিবেন। নিঃসন্দেহে তোমার পালন কর্তা যখন কোন সম্প্রদায়ের প্রতি তাকাইয়া হাসেন তখন তাহাদের কোন হিসাব হয় না।

- শহীদ সুউচ্চ প্রাসাদে থাকবে

عَنْ زُهَيْرٍ أَبِي الْمُخَارِقِ الْعَبْسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ :أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ الَّذِيْنَ يَلْقَوْنَ الْعَدُوَّ فِي الصَّفِّ - فَإِذَا وَاجَهُوا عَدُوَّهُمْ، لَمْ يَلْتَفِتْ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا، وَاضِعًا سَيْفَهُ عَلَى عَاتِقِهِ، يَقُولُ :أَللَّهُمَّ إِنِّي أُجْزِيْكَ نَفْسِي الْيَوْمَ بِمَا أَسْلَفْتُ فِي الأَيَّامِ

الْخَالِيَةِ - فَيُقْتَلُ عِنْدَ ذَالِكَ، فَذَالِكَ مِنَ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ يَتَلَبَّطُونَ فِي الْغُرَفِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءُوا

যুহাইর আবুল মুখারিক আল আবসী হইতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালার নিকট সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন শহীদের কথা কি তোমাদেরে বলিবনা? তাঁহারা হইল ঐ সব ব্যক্তি যাহারা লড়াইয়ের সারিতে শত্রুর সাক্ষাত লাভ করে অতঃপর যখন শত্রুর মুখোমুখি হয় তখন ডান বাম কোন দিকেই দৃষ্টিপাত করে না এবং তাঁহাদের তরবারী থাকে তাদের কাঁধে, তাহারা বলেন ইয়া আল্লাহ! আমি গত দিনগুলোতে যাহা করিয়াছি তাহার জন্য আজ আমার প্রাণ বিসর্জন দিতেছি। অতঃপর সে নিহত হয়। ইহারাই ঐসব শহীদ যাহারা জান্নাতে সুউচ্চ বালাখানাসমূহের যেখানে ইচ্ছা শয়ন করিবে।

- শহীদের খাদ্য ও পানীয়

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَال :الشُّهَدَاء فِي قُبَابِ مِنْ رِيَاضِ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ، يُبْعَثُ لَهُمْ حُوْتٌ وَثَوْرُ يَعْتَرِكَانِ،فَيَلْهَوْنَ بِهِمَا، فَإِذَا اشْتَهَوْا الْغَدَاءَ، عَقَرَأَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَأَكُلُوا مِنْ لَحْمِهِ، يَجِدُونَ فِي لَحْمِهِ طَعْمَ كُلِّ طَعَامٍ فِي الْجَنَّةِ، وَفِي لَحْمِ الْحُوْتِ طَعْمَ كُلِّ شَرَابٍ

উবাই বিন কা'ব (রাযিঃ) বলেন, শহীদগণ জান্নাতের সম্মুখস্থ বাগানের গম্বুজসমূহের মধ্যে অবস্থান করিবেন। তাঁহাদের সামনে একটি ষাঁড় ও একটি মাছ উপস্থিত হইবে যাহারা লড়াইয়ে লিপ্ত থাকিবে এবং শহীদগণ উহাতে আমোদ বোধ করিবেন। যখন তাঁহাদের সকালের খাবারের চাহিদা হইবে তখন একটি অপরটিকে হত্যা করিয়া ফেলিবে এবং তাঁহারা উহার গোস্ত ভক্ষণ করিবেন ষাঁড়টির গোস্তে জান্নাতের সকল খাদ্যের স্বাদ পাইবেন এবং মাছের গোস্তে জান্নাতের সকল পানীয়ের স্বাদ আস্বাদন করিবেন।

- সবুজ বর্ণের পাখি

عَنْ كَعْبٍ، قَالَ :جَنَّةُ الْمَأْوَى فِيهَا طَيْرٌ خَضِرَ تَرْتَعِي فِيْهَا أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ

কা'ব (রাযিঃ) বলেন, জান্নাতুল মা'ওয়াতে কিছু সবুজ বর্ণের পাখী রহিয়াছে, শহীদগনের আত্মা উহাতে প্রবেশ করিয়া তথায় বিচরণ করিবে।

- সদকা হইতে উত্তম

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَجِبَ لَهَا النَّاسُ حَتَّى ذُكِرَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْجَبَتْكُمْ صَدَقَةُ ابْنِ عَوْفٍ :قَالُوا :نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ - قَالَ لَرَوْحَةٌ صَعْلُوكَ مِنْ صَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ يَجُرُّ سَوْطَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ ابْنِ عَوْفٍ

সাঈদ ইবনে আবু হেলাল হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জানিয়াছি যে, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিঃ) এত পরিমান সদকা করিলেন যে, সবাই আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল অবশেষে তাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আলোচিত হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কি আব্দুর রহমান বিন আউফের সদকার কারনে আশ্চর্যান্বিত হইতেছ? তাহারা বলিলেন, জ্বি হাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ!   রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, একজন নিঃস্ব মুহাজির যে নিজের চাবুকটি মাত্র লইয়া আল্লাহর পথে বাহির হয় তাহার বৈকালিক অভিযান ও ইবনে আউফের সদকা হইতে উত্তম।

- আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের মর্যাদা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَانِتِ الَّذِي لَا يَفْتَرُ عَنْ صِيَامٍ وَقِيَامٍ حَتَّى يُرْجِعَ

হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারী যাবৎ না সে জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে ঐ ইবাদতকারী রোযাদারের ন্যায় যে বিরামহীন রোযা রাখে ও ইবাদত করে।

- যাদের রিযিক জান্নাতে আল্লাহর জিম্মায়

عَنِ الْقَاسِمِ وَالْحَكَمِ أَنَّ حَارِثَةَ بْنَ النُّعْمَانِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُنَاجِي جِبْرِيلَ، فَجَلَسَ وَلَمْ يُسَلِّمْ، فَقَالَ جبريل :يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا أَنَّ هَذَا لَوسَلَّمَ لَرَدَدْنَا عَلَيْهِ - قَالَ: وَهَلْ تَعْرِفُهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ - هَذَا مِنَ الثَّمَانِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا مَعَكَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، أَرْزَاقُهُمْ وَأَرْزَاقُ أَوْلَادِهِمْ عَلَى اللهِ فِي الْجَنَّةِ

ক্বাসেম ও হাকাম বর্ণনা করেন, হারেছা ইবনে নু'মান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসিলেন তখন তিনি জিব্রাঈলের সাথে চুপে চুপে আলাপ করিতেছিলেন। হারেছা সালাম না দিয়াই (চুপ করিয়া) বসিয়া গেলেন। তখন জিব্রাঈল বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি এই ব্যক্তি সালাম করিতেন তাহা হইলে আমি তাহার সালামের জওয়াব দিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আপনি কি তাহাকে চিনেন? (জিব্রাঈল) বলিলেন, জ্বি হাঁ। সে ঐ আশি জন ব্যক্তির অন্যতম যাহারা হুনাইন যুদ্ধের দিন আপনার সহিত ধৈর্য্যধারণ করিয়াছিল। তাহাদের ও তাহাদের সন্তানদের রিযিক জান্নাতে আল্লাহর জিম্মায় রহিয়াছে।

➤ আল্লাহর পথের ভিন্ন মর্যাদা

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ :مَا مِنْ حَالٍ أَحْرَى أَنْ يُسْتَجَابَ لِلْعَبْدِ فِيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَافِرًا وَجْهَهُ سَاجِدًا

মাছরুক হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, বান্দার প্রার্থনা মঞ্জুর হইবার জন্য সিজদাবনত থাকার চেয়ে অধিক উপযুক্ত অবস্থা আর নাই তবে আল্লাহর পথে থাকিলে তাহা ভিন্ন কথা।

➤ বান্দার পাপরাশি ঝরিয়া পড়ে

- عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ :إِذَا رَجَفَ قَلْبُ الْعَبْدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَحاتَت خَطَايَاهُ كَمَا تتحات عِذْقُ النَّخْلَةِ وَذَكَرَ مِنَ الصَّلَاةِ مِثْلَ ذَالِكَ

হযরত সালমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহর পথে বান্দার হৃদ কম্পন উপস্থিত হয় তখন তাহার পাপরাশি এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন খেজুরের শুষ্ক কাঁদি ঝরিয়া পড়ে। তিনি নামাযের ব্যাপারেও অনুরুপ বলিয়াছেন।

৩.২. সাহাবায়ে কেরামের জিহাদে অংশগ্রহণ ও ত্যাগ

➤ উমাইর ইবন আবি ওয়াকাস (রাযি.)- কিশোর সাহাবির বদরের দৃঢ়তা

جاء عمير بن أبي وقاص يوم بدر وهو ابن ست عشرة سنة، فقال النبي ﷺ :"ارجع، فإني أراك صغيراً"، فبكى عمير، فأذن له.

অর্থ: বাদরের যুদ্ধে ১৬ বছরের কিশোর উমাইর (রাযি.) উপস্থিত হলেন। নবী ﷺ বললেন: “ফিরে যাও, আমি তোমাকে ছোট মনে করছি।” তিনি কান্না শুরু করলে রাসূল ﷺ তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন। (সূত্রঃ তবকাতু ইবেন সাঈদ, ৩/১৭২)

➤ আবু দারদাহ (রাযি.)- জান্নাতের বিনিময়ে বাগান দান

قال النبي ﷺ :كم مِن نَخْلَةٍ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الجَنَّةِ

অর্থ: রাসূল ﷺ বললেন: “আবু দারদাহ এর জন্য জান্নাতে কত খেজুর গাছ রয়েছে, কারণ তিনি আল্লাহর পথে একটি বাগান দান করেছিলেন।” (মুসনাদে আহমদ, ৫/৪২৮)

➤ সা'দ ইবন রাবি (রাযি.)- উহুদে মৃত্যুশয্যায় বার্তা

قال" :أبلغوا رسولَ الله ﷺ أني أجدُ رائحةَ الجنة

অর্থ: উহুদের যুদ্ধে আহত হয়ে মৃত্যুর আগে বললেন: “রাসূল ﷺ-কে জানিয়ে দিও যে আমি জান্নাতের সুবাস পাচ্ছি।” (সহীহুল বুখারী, ৪০৯৩)

➤ আনাস ইবন নাদর (রাযি.)- সাহসের উদাহরণ

قال" :واهاً لريح الجنة، إني أجدُها دون أحد

অর্থ: উহুদ যুদ্ধের সময় বললেন: “আহা! আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি, ঠিক উহুদ পাহাড়ের দিকে!” (সহীহুল বুখারী, ২৮০৫)

- হানযালা (রাযি:)- ফেরেশতারা যে শহীদকে গোসল দিয়েছে

قال رسول الله ﷺ :إن الملائكةَ لتغسل حنظلةَ بن الراهب بين السماء والأرض

অর্থ: রাসূল ﷺ বললেন: “নিশ্চয় ফেরেশতারা হানযালাহকে আসমান ও জমিনের মাঝখানে গোসল দিচ্ছে।” (আল-মুসতাদরাকিল হাকেম, ৩/২২৩)

- আবু তালহা আনসারী (রাযি.)- রাসূল ﷺ–এর সামনে নিজেকে ঢাল বানালেন

كان أبو طلحةَ يَترَسُ بالنبي ﷺ يوم أُحد

অর্থ: উহুদের যুদ্ধে আবু তালহা (রাযি.) নবী ﷺ–এর সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে তাঁর ঢাল বানিয়ে রেখেছিলেন। (সহীহুল বুখারী, ৩৯০১)

- আবু বকর (রাযি.)- বদরে পরিবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

قال أبو بكر :يا رسول الله، نُقاتِلُ آباءَنا

অর্থ: আবু বকর (রাযি.) বললেন: “হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আজ আমাদের পিতাদের সাথেও যুদ্ধ করছি!” (সহীহুল বুখারী, ৩৬৭)

- উমর ইবন খাত্তাব (রাযি.)- ইসলামের শক্তি

قال:والله لو استقبلتُ بهم الجبلَ لهدمته

অর্থ: উমর (রাযি.) বলতেন, “আল্লাহর কসম! আমার সামনে যদি পাহাড় রাখা হয়, তবুও আমি তা ভেঙে ফেলব আল্লাহর জন্য।” (তবারী, ৪/২০৬)

- আবু দুযানাহ (রাযি.)- লোহো দিয়ে মোড়া পাগড়ি

فأخذ أبو دجانة عصابةَ الموتِ وربطها

অর্থ: উহুদের যুদ্ধে আবু দুযানাহ (রাযি.) “মৃত্যুর পাগড়ি” মাথায় বেঁধে যুদ্ধ করেন। (সহীহুল বুখারী, ২৯১৫)

- খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রাযি.)- আল্লাহর তরবারি

قال النبي ﷺ :أنت سيف من سيوف الله

অর্থ: রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন: “তুমি আল্লাহর তরবারিগুলোর একটি।” (সহীহুল বুখারী, ৩৯৮৮)

- সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রাযি.)- রাসূল ﷺ বলেন, “আমার মা-বাবা তোমার জন্য কোরবানি!”

قال ﷺ :ارمِ سعد، فداك أبي وأمي

অর্থ: “হে সা’দ, তীর ছোঁড়ো, আমার মা-বাবা তোমার জন্য কোরবানি!” (সহীহুল বুখারী, ৪৩২৩)

➢ আবু হুরাইরা (রাযি.)- রোজা রেখেও যুদ্ধে অংশ

كان صائماً يوم القتال

অর্থ: একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণের সময় আবু হুরাইরা (রাযি.) রোজা রেখেছিলেন। (সহীহুল মুসলিম, ১১৫৩)

➢ মু’আয ইবন আমর- আবু জাহলকে আঘাতকারী তরুণ সাহাবি

قال :ضربتُ أبا جهل حتى سقط

অর্থ: তিনি বললেন: “আমি আবু জাহলকে আঘাত করি যতক্ষণ না সে মাটিতে পড়ে। (সহীহুল বুখারী, ৩৯৬১)

➢ আবদুল্লাহ ইবন জাহশ – দোয়া করলেন “আমার অঙ্গ কেটে ফেলা হোক”

اللهم اجعلني شهيداً وامتحن جسدي

বাংলা: “হে আল্লাহ! আমাকে শহীদ কর এবং আমার দেহকে পরীক্ষিত কর।” (তাবারী, ২/৫১)

➢ আবু আয়ুব আনসারী- ৮০ বছর বয়সেও যুদ্ধ

قاتل وهو ابن ثمانين سنة

বাংলা: তিনি ৮০ বছর বয়সে রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। (আল-বিদায় ওয়ান-নিহায়া, ৫/৫০)

➢ আনাস ইবন মালিক (রাযি.)- দশ বছর সেবা ও ত্যাগ

خدمتُ النبي ﷺ عشر سنين

বাংলা: “আমি দশ বছর রাসূল ﷺ–এর খিদমতে ছিলাম।” (সুনানে তিরমিযি, ২০৩৮)

➢ আবু সালেমা ও উম্মে সালেমা- হিজরত ভেঙে তিনবার বিচ্ছেদ

فُرِّق بينهم ثلاث سنين

-বাংলা: হিজরতের সময় স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান আলাদা হয়ে গেলেন তিন বছর। (সীরাত ইবনে হিশাম, ১/৩৭২)

➢ শামসা (রাযি.)- একমাত্র সন্তানকে প্রেরণ

قالت :اذهب ولا ترجع إلا منتصراً أو شهيداً

বাংলা: “যাও, বিজয়ী হয়ে ফিরবে অথবা শহীদ হয়ে।” (ইবনে কাসীর, ৪/১২৩)

➢ জাবির (রাযি.)- পিতার শহীদ হওয়া দেখে অংশগ্রহন

استُشهدَ أبوه يوم أُحد فأكمل جابر المسيرة

বাংলা: উহুদের যুদ্ধে তাঁর পিতা শহীদ হলে জাবির (রাযি.) নিজেই অংশগ্রহণ করেন। (সহীহুল বুখারী, ৪০৪২)

➢ আবু উবাইদা ইবন জাররাহ- রাসূল ﷺ–এর দাঁত খুলে ফেলা কাঠ সরালেন

نزع السهمَ من وجه النبي ﷺ بثنيتيه

বাংলা: তিনি নিজের সামনের দুই দাঁত ভেঙে রাসূল ﷺ-এর মুখ থেকে তীরের কাঠটি বের করেন। (সহীহ মুসনাদে আহমাদ, ১৬৭৩০)

- বিলাল (রাযি.)- নির্যাতনে "আহাদ... আহাদ"

كان يقول في العذاب:أحدٌ أحد

বাংলা: ভয়াবহ নির্যাতনের মাঝেও তিনি বলতেন: "এক আল্লাহ, এক আল্লাহ।" (সহীহুল বুখারী, ৩৮৫৭)

- খুবাইব (রাযি.)-মৃত্যুর আগে দুই রাকাত সালাত

فصلى ركعتين قبل قتله

বাংলা: তাঁকে হত্যা করার আগে তিনি দুই রাকাত নামাজ পড়েন। (সহীহুল বুখারী, ৩০৪৫)

- আবু হুরাইরা- ইসলামের জন্য ক্ষুধা সহ্য

كنتُ أسقطُ من الجوع

বাংলা: "ক্ষুধায় আমি পড়ে যেতাম।" (সহীহুল মুসলিম, ২৫৭৪)

- সালমান ফারসী- ইসলামের জন্য তিনবার বিক্রি

بِيعَ ثلاث مراتٍ حتى أسلم

বাংলা: ইসলাম গ্রহণের আগে তাঁকে তিনবার বিক্রি করা হয়েছিল। (সহীহুল তিরমিযী, ৩০৩৫)

চতুর্থ অধ্যায়: ইসলামী ইতিহাসে জিহাদের বাস্তব প্রয়োগ

৪.১. ভূমিকা

ইসলামী ইতিহাসে জিহাদ কেবল একটি ধারণা নয়, বরং বাস্তব জীবনে কার্যকর এক ঐতিহাসিক আন্দোলন। নবী করীম ﷺ এর যুগ থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদীন, উমাইয়া, আব্বাসীয় এবং পরবর্তী যুগ পর্যন্ত জিহাদ ইসলামী সমাজের ন্যায়, স্বাধীনতা ও সত্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

৪.২. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগের প্রধান প্রধান গাযওয়াত

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে জিহাদের বাস্তব রূপ প্রথম দেখা যায় মক্কা ও মদীনা পর্বে। প্রথমে মুসলমানরা ১৩ বছর মক্কায় নিপীড়নের শিকার হন। তারা কেবল "আল্লাহ এক" বলার কারণে নির্যাতিত হন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মদীনায় হিজরতের পর মুসলমানদেরকে জিহাদের অনুমতি দেন।

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হলো, কারণ তারা অবিচারে আক্রান্ত হয়েছে।" (সূরা আল-হজ, আয়াত: ৩৯)

এটাই ইসলামে জিহাদের প্রথম অনুমোদন।

- **বদর যুদ্ধ (২য় হিজরি)**

ইসলামী ইতিহাসে প্রথম সশস্ত্র জিহাদ হলো বদরের যুদ্ধ। মাত্র ৩১৩ জন মুসলমান মুখোমুখি হন ১০০০ জন কুরাইশ বাহিনীর। এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ছিল ঈমান, তাওয়াক্কুল ও ঐক্যের বিজয়। আল্লাহ বলেন—

"নিশ্চয়ই আল্লাহ বদরে তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, যখন তোমরা দুর্বল ছিলে।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১২৩)

- **উহুদ যুদ্ধ (৩ হিজরি)**

উহুদের যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য ছিল এক কঠিন পরীক্ষা। কিছু সাহাবীর কৌশলগত ভুলের কারণে তারা সাময়িকভাবে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেন—

"তোমরা যদি আল্লাহর পথে দৃঢ় থাকো, তবে তোমরা পরাজিত হবে না।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৯)

এই যুদ্ধ মুসলমানদেরকে জিহাদের ধৈর্য ও শৃঙ্খলার শিক্ষা দেয়।

- **খন্দক যুদ্ধ (৫ হিজরি)**

যখন মদীনা নগরী ঘেরাও করা হয়, মুসলমানরা একটি খাল (খন্দক) খনন করে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এই যুদ্ধ দেখিয়ে দেয় — জিহাদ কেবল তরবারির নয়; বরং এটি বুদ্ধি, কৌশল ও ঐক্যের লড়াই।

- **হুদায়বিয়ার চুক্তি ও মক্কা বিজয়**

হুদায়বিয়ার চুক্তির মাধ্যমে মুসলমানরা কূটনৈতিক জিহাদের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। চুক্তির পর মুসলমানদের দাওয়াতি কার্যক্রম এতই সফল হয় যে, মাত্র দুই বছরের মধ্যে মক্কা শান্তিপূর্ণভাবে বিজিত হয়। এই ইতিহাস প্রমাণ করে যে, জিহাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য যুদ্ধ নয়, বরং শান্তি ও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা।

৪.৩ খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে জিহাদের দৃষ্টান্ত

নবী ﷺ-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে শুরু করে হযরত আলী (রাঃ) পর্যন্ত খোলাফায়ে রাশেদীন যুগ জিহাদের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচিত।

(ক) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর যুগ

তিনি "রিদ্দা যুদ্ধ" পরিচালনা করেন — যেখানে নবুয়তের পর মিথ্যা নবীদের ও বিদ্রোহীদের দমন করা হয়। এর মাধ্যমে ইসলামের রাজনৈতিক ঐক্য ও ধর্মীয় ভিত্তি দৃঢ় হয়।

(খ) হযরত উমর (রাঃ)-এর যুগ

তাঁর শাসনামলে ইসলামী সাম্রাজ্য ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়। পারস্য, সিরিয়া, মিসর — সব জায়গায় ইসলামী ন্যায়ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর নেতৃত্বে মুসলমানরা ইয়ারমুক ও কাদিসিয়া যুদ্ধ জয় করে। উমর (রাঃ) জিহাদকে কেবল যুদ্ধ নয়, বরং প্রশাসনিক সংস্কার, সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবকল্যাণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন।

(গ) হযরত উসমান (রাঃ)-এর যুগ

তাঁর সময় ইসলামী নৌবাহিনী গঠিত হয় এবং মোয়াতাহ, তাবুক, কোপ্রাস দ্বীপ অভিযানসহ বহু স্থানে ইসলামী জিহাদ বিস্তৃত হয়।

(ঘ) হযরত আলী (রাঃ)-এর যুগ

তাঁর সময় অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে জিহাদ অধিকাংশই আত্মসংযম ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে। তবুও তিনি ন্যায় ও সত্যের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে এক আত্মিক জিহাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

৪.৪ উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে জিহাদের বিকাশ

উমাইয়া খিলাফতের সময় ইসলামী জিহাদের পরিসর আফ্রিকা, স্পেন ও তুর্কিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

(ক) তারিক ইবন জিয়াদের অভিযান

৭১১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি স্পেন জয় করে ইউরোপে ইসলামী সভ্যতার সূচনা করেন। এটি ছিল ইসলামী জিহাদের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

(খ) আব্বাসীয় যুগ

এ সময় জিহাদ অধিকাংশই দাওয়াতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক রূপ নেয়। ইসলামী শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে ইসলামের প্রভাব বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়।

৪.৪. ইসলামী সভ্যতা বিস্তারে জিহাদের ভূমিকা

জিহাদের মূল উদ্দেশ্য কখনোই অন্যদের জোরপূর্বক মুসলমান বানানো নয়; বরং মানবমুক্তি, ন্যায়বিচার ও সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা। মুসলমানরা যেখানে গেছেন, সেখানে জ্ঞান, সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধ ছড়িয়ে দিয়েছেন।

ইসলামী জিহাদের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে:

- বায়তুল মুকাদ্দাসের মুক্তি।
- স্পেনে অ্যান্ডালুসীয় সভ্যতা।
- মধ্য এশিয়ায় ইসলামিক ন্যায়বিচারের শাসন।
- ভারতীয় উপমহাদেশে দিল্লি ও মুঘল সাম্রাজ্যের নৈতিক প্রশাসন।

এভাবে জিহাদ শুধু যুদ্ধ নয়; বরং জ্ঞান, দাওয়াত ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস।

৪.৫. উপসংহার

ইসলামী ইতিহাস প্রমাণ করে — জিহাদ কোনো আগ্রাসন বা ধ্বংসের মাধ্যম নয়; বরং এটি মানবমুক্তি, ন্যায় ও শান্তির সংগ্রাম।নবী করীম ﷺ থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদীন ও পরবর্তী যুগের মুসলমানরা জিহাদের মাধ্যমে দুনিয়ায় আল্লাহর বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

অতএব, ইসলামী ইতিহাসের জিহাদ হলো — আল্লাহর পথে ত্যাগ, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও মানবতার সেবার এক উজ্জ্বল দলিল।

পঞ্চম অধ্যায়: আধুনিক যুগে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

৫.১. আধুনিক যুগে জিহাদের অপব্যাখ্যা

ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ বই থেকে জিহাদের অপব্যাখা সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো-

رائحةَ الجنةِ ، وإنَّ رِيحَها ليُوجدُ من مسيرةِ أربعين عامًا

"যদি কোনো ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক বা মুসলিম দেশে অবস্থানকারী অমুসলিম দেশের কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও লাভ করতে পারবে না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ ৪০ বৎসরের দুরত্ব থেকে লাভ করা যায়।"

বিধর্মীকে হত্যা তো দূরের কথা, বিধর্মীর সাথে অভদ্র আচরণ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। তাদের ধর্মবিশ্বাস বা উপাস্যদেরকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলিম তাঁর নিজের বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবেন, তবে কারো গালি দিবেন না বা কারো অনুভূতি আহত করবেন না। কারণ এতে পারস্পারিক গালাগালিই বাড়বে। প্রত্যেকেই তো তার ধর্মকে ভালবাসে। আল্লাহ মানব প্রকৃতি এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। আর কারো ভক্তি ও ভালবাসা আহত করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না; কারণ এতে তারাও সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে। এভাবেই আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি; অতঃপর তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।" (সূরা আল-আন'আম, আয়াত-১০৮)

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

"তোমরা উত্তম পন্থায় ছাড়া অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের অনুসারীদের সাথে বিতর্ক করবে না, তবে তাদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তারা ব্যতিক্রম।" (সূরা আল-'আনকাবুত, আয়াত-৪৬)

জুইশ এনসাইক্লোপিডীয়া, অন্যান্য বিশ্বকোষ ও ইতিহাস প্রমাণ করে যে, বিগত দেড় হাজার বছরে ইউরোপের সকল খৃস্টান দেশে ইহূদীদের উপর বর্বর অত্যাচার করা হয়েছে, জোর পূর্বক তাদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে, তাদেরকে গণহারে হত্যা করা হয়েছে, তাদেরকে গণ-আত্মহত্যায় বাধ্য করা হয়েছে এবং নানভাবে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। অথচ এ সময়ে মুসলিম দেশগুলিতে ইহূদীরা পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার নিয়ে বসবাস করেছেন।

প্রায় দেড় হাজার বৎসর ধরে মুসলিমগণ আরববিশ্ব শাসন করেছেন। সেখানে দেড় কোটিরও বেশি খৃস্টান ও কয়েক লক্ষ ইহূদী এখন পর্যন্ত বংশপরম্পরায় বসবাস করছে। ভারতে মুসলিমগণ প্রায় একহাজার বছর শাসন করেছেন, সেখানে প্রায় শতকরা ৮০ জন হিন্দু। অথচ খৃস্টানগণ যে দেশই দখল করেছেন, জোরযবরদস্তি করে বা ছলে-বলে সেদেশের মানুষদের ধর্মান্তরিত করেছেন অথবা হত্যা ও বিতাড়ন করেছেন।

ইসলাম যদি তরবারীর জোরেই প্রচারিত হবে তাহলে ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ ইসলামী দেশ হলো কি করে? ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন্স, ব্রুনাই ও অন্যান্য দেশে তো কোনো মুসলিম বাহিনী কখনোই যায় নি। বিগত অর্ধ শতাব্দি যাবৎ ইসলাম the firstest growing religion বা সর্বাধিক বর্ধনশীল ধর্ম। ইউরোপ ও আমেরিকা-সহ সকল দেশের হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছেন। কোন্ তরবারীর ভয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করছেন?

৫.২. ইসলামী চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে জিহাদ

১. ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)

“জিহাদের মূল উদ্দেশ্য মানবজাতিকে আল্লাহর বদ্ধপরিকর দাসত্বের দিকে আহ্বান করা। এটি কখনো শুধু তলোয়ারের মাধ্যমে নয়; বরং জ্ঞান, দাওয়াত, কলম, সমাজ সংস্কারের মাধ্যমেও সম্পাদিত হয়।”

তিনি জিহাদকে চার ভাগে ভাগ করেন:

- জিহাদ বিন নফস (নিজের বিরুদ্ধে)
- জিহাদ বিল কলম (কলম ও ভাষার মাধ্যমে)
- জিহাদ বিল মাল (ধন-সম্পদ দ্বারা)
- জিহাদ বিস সাইফ (অস্ত্রের মাধ্যমে – শুধু নির্দিষ্ট সময়ে)

২. ইমাম গাজ্জালী (রহ.)

তিনি বলেন— “আত্মিক জিহাদ (আত্মার বিরুদ্ধে সংগ্রাম) হল সর্বোচ্চ জিহাদ। কারণ মানুষ নিজেকে সঠিক পথে আনতে না পারলে সমাজকে সঠিক পথে আনতে পারবে না।”

তার মতে, জিহাদের প্রথম ধাপ হল নিজেকে ইসলামের আদর্শে গড়ে তোলা, দ্বিতীয় ধাপ মন্দ দূরীকরণ, এরপর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রয়োগ।

৩. ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহ.)

“জিহাদ শুধুমাত্র যুদ্ধ নয়; বরং এটি সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। কখনো কলম, কখনো মুখের বক্তব্য, কখনো সৎ উপদেশ, আবার কখনো অস্ত্রের মাধ্যমেও হয়।” তিনি বলেন— “যদি শত্রু আক্রমণ করে তবে প্রতিরোধ করা ফরজ। কিন্তু শান্তির সুযোগ থাকলে শান্তিই অগ্রগণ্য।”

৪. ইমাম আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.)

“জিহাদ হলো ইসলামী সামাজিক বিপ্লব। এটি একটি সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, আদর্শিক সংগ্রাম যা মানবজাতির মুক্তির পথ। কেবল যুদ্ধে সীমাবদ্ধ নয়।”

তিনি জিহাদকে ৩ ভাগে ব্যাখ্যা করেছেন:

- বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদ (Ideological)
- শান্তিপূর্ণ দাওয়াতি জিহাদ (Peaceful propagation)
- প্রতিরোধমূলক জিহাদ (Defensive)

৫. ইমাম ইউসুফ আল ক্বারাদাবী (আধুনিক আলেম)

“বর্তমান যুগে জিহাদের প্রধান মাধ্যম হল কলম, গণমাধ্যম ও শিক্ষাদান। সন্ত্রাস নয়, বরং শান্তিপূর্ণ সংগ্রামই আসল জিহাদ।”

তিনি বলেন—

- আক্রমণাত্মক জিহাদ বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যতীত বৈধ নয়
- আত্মরক্ষামূলক জিহাদ সব যুগেই বৈধ
- অত্যাচারিতদের মুক্তি সংগ্রামও জিহাদ

৫.৩. সমাজ ও মানবতার কল্যানে জিহাদের ভূমিকা

১. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় জিহাদ

জিহাদ মানুষের অধিকার রক্ষা, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়। আল্লাহ বলেন: "তোমরা মানুষদের মধ্যে ন্যায়বিচারের জন্য দাঁড়িয়ে থাক" (সূরা আন-নিসা: ১৩৫)

অত্যাচারিত মানুষের পক্ষে কথা বলা, দুর্বলদের সহায়তা করাও জিহাদের একটি অংশ।

২. দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জনকল্যাণে জিহাদ

সমাজের গরিব, এতিম, অভাবীদের সাহায্য করা “মাল দ্বারা জিহাদ” (আর্থিক জিহাদ)। রাসূল ﷺ বলেছেন: “যে ব্যক্তি একজন বিধবা ও অভাবী মানুষের দেখভাল করে সে যেন আল্লাহর পথে জিহাদকারী।” (বুখারী)

৩. শিক্ষা ও নৈতিকতার প্রসারে জিহাদ

অজ্ঞতা দূরীকরণ, শিক্ষা বিস্তার, সৎপথে আহ্বান – এগুলো হলো "কলমের জিহাদ" ও "জ্ঞান দ্বারা জিহাদ"।

প্রথম কুরআনের আয়াত "ইকরা" (পড়ো) জ্ঞান ভিত্তিক জিহাদের ভিত্তি। আল্লাহ বলেন: "তুমি তাদের সাথে কুরআনের মাধ্যমে মহান জিহাদ কর।" (সূরা আল-ফুরকান: ৫২)

৪. শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবতার রক্ষায় জিহাদ

জিহাদ কখনো সন্ত্রাস নয়, বরং শান্তি প্রতিষ্ঠাই জিহাদের লক্ষ্য: "অত্যাচার দূর না হলে লড়াই কর; কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করো না।" (সূরা আল-বাকারা: ১৯০)

আত্মরক্ষা ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে যুদ্ধ জিহাদ হতে পারে, তবে নিরপরাধ মানুষ হত্যা সম্পূর্ণ হারাম।

৫. অসৎ প্রবৃত্তি ও পাপের বিরুদ্ধে জিহাদ

তাওবা, ধৈর্য, তাকওয়া এবং পাপ থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা হলো সর্বোচ্চ জিহাদ। রাসূল ﷺ বলেন: "সর্বোত্তম জিহাদ হলো নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।" (আল-বাইহাকি)

৬. মানবিক মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধ বিকাশে জিহাদ

জিহাদ মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হতে শেখায়। রাসূল ﷺ বলেন: "মুসলিম সে, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মানুষ নিরাপদ থাকে।" (বুখারী ও মুসলিম)

৫.৪. ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জিহাদের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে সব দলীল আমরা পাই তা পবিত্র মক্কা নগরীতে আল্লাহর রাসূলের জীবনকাল ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তিনি প্রথমে গোপনে ইসলামের দাওয়াত দেন, তারপর বিশ্বাসী, দৃঢ়চেতা একটি দল গঠন করেন, এরপর তিনি মক্কা ও এর আশেপাশে ইসলামকে প্রকাশ্যে ঘোষনা করেন...এরপর ক্ষমতাধর, সামর্থ্যবান ব্যাক্তিবর্গের কাছ থেকে সাহায্য (নুসরাহ) খোঁজার প্রায়াস চালান। পরিশেষে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তার উপর মদীনা আনসার বাহিনীর মাধ্যমে তার উপর রহম করেন, তাই তিনি তাদের দিকে হিজরত করেন এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এটিই দলীল এবং এর বাইরে আর কোন দলীল নেই। রাসূল (সা) তার জীবনকালে এটি আমাদের পরিষ্কার দলীলের মাধ্যমে দেখিয়েছেন এবং তা আমাদের আঁকড়ে ধরতে হবে। তাই ইস্যুটি জিহাদের হুকুম আসার আগে মক্কী যুগের কিংবা জিহাদকে ফরজ

করার পর মাদানী যুগের সাথে সম্পর্কিত নয় বরং এটি রাস্ট্র প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত দলীলাদির অনুসন্ধান-গবেষনার ফল যা শুধুমাত্র মক্কায় পাওয়া যায় যতক্ষন না রাসূল (সা) মদীনায় হিজরত করেন এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

এ বিষয়টি ও জিহাদ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। আগেই উল্লেখ করেছি, খিলাফত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির দলীল তার সাথে সম্পর্কিত দলীলাদি থেকে এবং জিহাদের দলীল তার সাথে সম্পর্কিত দলীলাদি থেকে নিতে হবে। তারা একে অপর থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। তাই খিলাফতের অনুপস্থিতিতে জিহাদ থেমে থাকবে না কারণ রাসূল (সা) বলেছেন-

«وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ، لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ»

"আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল কর্তৃক আমার প্রেরণ হওয়া হতে যতক্ষন পর্যন্ত না আমার উম্মতের শেষ অংশ দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে, ততক্ষন পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে, জালেমের জলুম কিংবা ন্যায়পরায়নের ন্যায়বিচার তা কখনোও বন্ধ করতে পারবে না"। (বায়হাকি তার সুনান আল-কুবরা'য়, আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত)।

সুতরাং, শরীয়া'হর গন্ডির মধ্যে জিহাদ চলতে থাকবে যদিওবা খিলাফত প্রতিষ্ঠা হোক বা না হোক। এবং শাসকগোষ্ঠী জিহাদ করা ছেড়ে দিয়েছে তাই আমরা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা ছেড়ে দেব তাও নয়। যতক্ষন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না ততক্ষন খিলাফত এর কাজ চলতে থাকবে কেননা কাধে খলীফার বা'য়াত বিহীন অবস্থায় মুসলিমদের থাকা হারাম যারা (এর জন্য কাজ করতে) সক্ষম। মুসলিম আবদুল্লাহ বিন উমর হতে বর্ণনা করেন, আমি শুনেছি রাসূল (সা) বলেন,

«مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

"যে আনুগত্য থেকে হাত তুলে নিল তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে দেখা করবে এমন অবস্থায় যে তার স্বপক্ষে কোন দলীল নেই এবং যে এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যখন তার কাধে বা'য়াত নেই, সে এক জাহেলী মরন মরল"।

তাই জিহাদও চলবে এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজ ততক্ষন পর্যন্ত চলবে যতক্ষন না তা প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি আর একটির উপর নির্ভরশীল নয়, তারা দুটি ভিন্ন বিষয়। প্রত্যেক ইস্যুর জন্যই তার শরীয়াহ দলীল অন্বেষন করা হয় এবং সেসব দলীল হতে প্রতিষ্ঠিত শর'ঈ পদ্ধতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য হুকুম বের করে আনা হয়। (সূত্রঃ আহমেদ নাওয়াল, রিটার্ন অফ ইসলাম)

৫.৫ বর্তমান প্রেক্ষাপটে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান প্রেক্ষাপটে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আজকের বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ নৈতিক অবক্ষয়, সাংস্কৃতিক আক্রমণ, ইসলামভীতি, রাজনৈতিক নির্যাতন, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক বিভ্রান্তি ও প্রযুক্তিগত প্রভাবের মতো বহুমুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। জিহাদ মূলত শুধু যুদ্ধ বা অস্ত্রধারণ নয়; বরং এটি একটি ব্যাপক ইসলামী জীবনব্যবস্থা, যার মূলে রয়েছে সত্য প্রতিষ্ঠা, আত্মশুদ্ধি, ন্যায়বিচার, মানবকল্যাণ, জ্ঞান এবং অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। গণমাধ্যম ও শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামবিরোধী প্রচারণা এবং যুবসমাজকে নৈতিকভাবে ধ্বংস করার বিভিন্ন আধুনিক প্রচেষ্টার মোকাবেলায় বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদ অত্যাবশ্যক, যা সঠিক শিক্ষা, গবেষণা এবং দাওয়াতের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। একই সাথে নৈতিক জিহাদ মানুষের চারিত্রিক গঠন, আত্মসংযম ও ধর্মীয় অনুশীলনকে শক্তিশালী করে, যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কে পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। বর্তমানে ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, আরাকানসহ বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের ওপর রাষ্ট্রীয় নির্যাতন ও দখলদারিত্বের মুখে আত্মরক্ষামূলক জিহাদ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি ন্যায্য সংগ্রাম। প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের যুগে সত্য ও ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য ডিজিটাল জিহাদ তথা অনলাইন দাওয়াত, ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ এবং সত্য প্রচারও অপরিহার্য।

কুরআনে আল্লাহ বলেন, "যাদের ওপর জুলুম হচ্ছে তাদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।" (সুরা হজ্জ ২২:৩৯)

এবং "যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন।" (সুরা আনকাবুত ২৯:৬৯)।

অতএব, বর্তমান যুগে জিহাদকে যুদ্ধের সংকীর্ণ ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষা, নৈতিকতা, গণমাধ্যম, গবেষণা, আত্মরক্ষা ও মানবিকতার আলোকে প্রয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি। এভাবেই জিহাদ মুসলিম জাতির পুনর্জাগরণ, সমাজের সংস্কার, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

৫.৬ উপসংহার

জিহাদ মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আন্তরিক প্রচেষ্টা। যে জিহাদের চেতনা মানুষকে ধ্বংস করে না, বরং মানবতাকে রক্ষা করে, সমাজকে উন্নত করে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করে— সেটিই প্রকৃত জিহাদ।

জিহাদ শুধু যুদ্ধ নয়; এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা—যা আত্মিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং প্রয়োজন হলে সামরিকভাবেও হতে পারে। ইসলামে জিহাদ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র

পর্যায়ে কল্যাণ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে সেটা অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী, শান্তি, মানবতা এবং আইন মেনে পরিচালিত হতে হবে।

“জিহাদ হলো সত্যের জন্য সংগ্রাম—অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেওয়া, আত্মশুদ্ধি এবং মানবকল্যাণের পথ ধরে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সচেতন প্রচেষ্টা।”

"ইসলাম শান্তির ধর্ম, আর জিহাদ সেই শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি নৈতিক ও দায়িত্বশীল মাধ্যম।"